

প্রকৌশলীদের সভায় শিক্ষামন্ত্রী সাড়ে ১৯ হাজার শিক্ষা ভবন নির্মাণ হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ইইডি) মতবিনিময় সভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, আগামী এক বছরের মধ্যে সারাদেশে সাড়ে ১৯ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। এ জন্য শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের আরও সততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। গতকাল শনিবার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ইইডির মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং নবনিযুক্ত প্রকৌশলীদের মোটরসাইকেল বিতরণ করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রথম প্রকল্পের আওতায় সাত হাজার ৮৫১টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরও এক হাজার ৫১টি ভবনের নির্মাণকাজ চলছে। চার হাজার ৬৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হবে। তিন হাজার ২২৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে প্রায় এক হাজার ৫০০

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

সাড়ে ১৯ হাজার

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

কলেজ ভবন। আরও এক হাজার ১৭০টি ভবনের নির্মাণকাজ চলছে। ২০০টি সরকারি কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সম্প্রসারণের কাজ এ মাসেই শুরু হচ্ছে। এ ছাড়া কলেজগুলোতে ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণও শুরু করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এক হাজার ১৮৩টি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। আরও ২ হাজার মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১৮৪টি একাডেমিক ও আবাসিক ভবন, শিক্ষার্থী হল ও গবেষণা ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। আগামী বছরের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে ১৯ হাজার ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হবে। গত আট বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ায় নতুন অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। এসব কাজের ক্ষেত্রে কোনো গাফিলতি এবং দুর্নীতি সহ্য করা হবে না বলেও সতর্ক করেন তিনি।

ইইডির প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মোহাম্মদ হানজালার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. মহিউদ্দিন খান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান, ইইডির পরিচালক খালেদা আক্তার, আইডিইবির প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ব্যানবেইস	
পরিচালকের কার্যালয়	
প্রাপ্তি নং.....	
তারিখ.....	
১. প্রকৌশল বিভাগ	
২. ডি.এল.পি বিভাগ	
৩. কনস্ট্রাকশন	
৪. অফিস	
৫. অফিস	
৬. অফিস	
৭. অফিস	
৮. অফিস	
৯. অফিস	
১০. অফিস	
১১. অফিস	
১২. অফিস	
১৩. অফিস	
১৪. অফিস	
১৫. অফিস	
১৬. অফিস	
১৭. অফিস	
১৮. অফিস	
১৯. অফিস	
২০. অফিস	
২১. অফিস	
২২. অফিস	
২৩. অফিস	
২৪. অফিস	
২৫. অফিস	
২৬. অফিস	
২৭. অফিস	
২৮. অফিস	
২৯. অফিস	
৩০. অফিস	
৩১. অফিস	
৩২. অফিস	
৩৩. অফিস	
৩৪. অফিস	
৩৫. অফিস	
৩৬. অফিস	
৩৭. অফিস	
৩৮. অফিস	
৩৯. অফিস	
৪০. অফিস	
৪১. অফিস	
৪২. অফিস	
৪৩. অফিস	
৪৪. অফিস	
৪৫. অফিস	
৪৬. অফিস	
৪৭. অফিস	
৪৮. অফিস	
৪৯. অফিস	
৫০. অফিস	
৫১. অফিস	
৫২. অফিস	
৫৩. অফিস	
৫৪. অফিস	
৫৫. অফিস	
৫৬. অফিস	
৫৭. অফিস	
৫৮. অফিস	
৫৯. অফিস	
৬০. অফিস	
৬১. অফিস	
৬২. অফিস	
৬৩. অফিস	
৬৪. অফিস	
৬৫. অফিস	
৬৬. অফিস	
৬৭. অফিস	
৬৮. অফিস	
৬৯. অফিস	
৭০. অফিস	
৭১. অফিস	
৭২. অফিস	
৭৩. অফিস	
৭৪. অফিস	
৭৫. অফিস	
৭৬. অফিস	
৭৭. অফিস	
৭৮. অফিস	
৭৯. অফিস	
৮০. অফিস	
৮১. অফিস	
৮২. অফিস	
৮৩. অফিস	
৮৪. অফিস	
৮৫. অফিস	
৮৬. অফিস	
৮৭. অফিস	
৮৮. অফিস	
৮৯. অফিস	
৯০. অফিস	
৯১. অফিস	
৯২. অফিস	
৯৩. অফিস	
৯৪. অফিস	
৯৫. অফিস	
৯৬. অফিস	
৯৭. অফিস	
৯৮. অফিস	
৯৯. অফিস	
১০০. অফিস	

স্বাক্ষর